পশ্চিমবঙ্গের নন্দীগ্রাম — উড়িষ্যার পস্কো
SEZ-বিরোধী লড়াইয়ের পাশে দাঁড়ান

২০০৭ সালের নভেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গবাসী যখন নন্দীগ্রামে দল ও রাষ্ট্রের পরিকল্পিত যৌথ সন্ত্রাস প্রত্যক্ষ করছে, যখন তার নিন্দায় মুখর হয়ে উঠছে এরাজ্যের মানুষ, মাত্র কয়েকদিনের তফাতে নভেম্বরেরই ২৯ তারিখ পাশের রাজ্য উড়িষ্যায় তার পুনরাবৃত্তি ঘটল। সেখানে দল এবং রাষ্ট্রের সঙ্গে সরাসরি বহুজাতিক কোম্পানিও এই সন্ত্রাসে শরিক হয়েছে। যেন একই পরিকল্পনার রূপায়ন – এখানে সিপিএম, ওখানে বিজেডি; এখানে ইন্দোনেশিয়ার সালিম গোষ্ঠী, ওখানে দক্ষিণ কোরিয়ার পস্কো; এখানে কেমিকাল হাবের জন্য জমি অধিগ্রহণ, ওখানে ইস্পাত শিল্প, আকরিক আর প্রাইভেট বন্দরের জন্য জমি অধিগ্রহণ। এখানে জনপ্রতিরোধ, ওখানেও জনপ্রতিরোধ। নন্দীগ্রামের জনআন্দোলন যদি দলমতনির্বিশেষে পশ্চিমবঙ্গবাসীর অকুন্ঠ সংহতি পেয়ে থাকে, তাহলে উড়িষ্যার এই জনআন্দোলনেরও আমাদের অকুন্ঠ সংহতি প্রাপ্য।

২০০৫ সালের ২২ জুন উড়িষ্যা সরকার পস্কোর সঙ্গে চুক্তি করে। চুক্তি মোতাবেক জগৎসিংহপুর জেলার এরাসামা ব্লকের ৪০০৪ একর জমি পস্কোর হাতে তুলে দেওয়ার উদ্যোগ নেয় সরকার। পানের বরজ, ধান চাষের জমি এবং ২২০০০ মানুষের বসতজমি বাসিন্দাদের সম্মতি ছাড়াই হস্তান্তর করার বিরুদ্ধে শুরু হয় লাগাতার জনপ্রতিরোধ। আজ পর্যন্ত চলছে এই পস্কো-প্রতিরোধ। ২৯ নভেম্বর ২০০৭ অধিগ্রহণের জন্য প্রস্তাবিত এই এলাকার প্রবেশ-পথে বালিটুথ গ্রামে পস্কো, শাসক বিজেডি দল এবং পুলিশ ও প্রশাসনের যৌথ হামলা নামে গ্রামবাসীদের ওপর। সেখানে বোমা বিস্ফোরণ করে, আন্দোলনকারীদের অবস্থানের তাঁবুতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে, মহিলাদের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ করে প্রস্তাবিত এলাকার তিনটি পঞ্চায়েতের গ্রামে গ্রামে পুলিশ ও পস্কোর ভাড়াটে গুন্ডাদের রাজত্ব কায়েম হয়েছে। আন্দোলনের নেতা সহ ২০০ গ্রামবাসীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও এখনও সরকার ওই অঞ্চলে জমি জরিপের কাজ শুরু করতে পারেনি। ধিনকিয়া গ্রামে এখনও ‘পস্কো প্রতিরোধ সংগ্রাম

একনজরে পস্কো

- উড়িষ্যার জগৎসিংহপুর জেলার পারাদীপে ৫২,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করে দক্ষিণ কোরিয়ার বহুজাতিক কোম্পানি পস্কো ১২০ লক্ষ টন উৎপাদনক্ষমতা সম্পন্ন একটি অখণ্ড ইস্পাত কারখানা (Integrated Steel Plant) এবং নিজস্ব বন্দর নির্মাণ করতে চাইছে।
- ভারতের মধ্যে এটি একক বৃহত্তম FDI বিনিয়োগ।
- ২২ জুন ২০০৫ পস্কো এবং উড়িষ্যা সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতাপত্র (Memorandum of Understanding) স্বাক্ষরিত হয়।
- ওড়িশার জগৎসিংহপুর জেলার এরাসামা ব্লকের ধিনকিয়া, গড়কুজঙ্গ এবং নুয়াগাঁও গ্রাম-পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ৪০০৪ একর জমি সরকার পস্কো কোম্পানির কাছে লিজ দিতে রাজি হয়েছে। পরে জানা যাচ্ছে, শুধু এই তিনটি পঞ্চায়েতই নয়, এরাসামা ও কুজঙ্গ ব্লকের আরও ২৩টি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকা পস্কো-প্রকল্পের আওতায় চলে যাবে।
- উড়িষ্যা সরকার পস্কোকে কটকের জোবরা-তে মহানদীর জলাধার থেকে জল সংগ্রহ করার অনুমতি দিচ্ছে।
- ভারত সরকার এই প্রজেক্টের জন্য উপযুক্ত মানের কয়লা সরাসরি বা কোন রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের মাধ্যমে ব্যবস্থা করবে; উড়িষ্যা সরকার এই বহুজাতিককে ৬০০০ লক্ষ টন

সমিতি'র নেতৃত্বে গ্রামবাসী গ্রাম নিজেদের দখলে রেখে গণ-পাহারা চালিয়ে যাচ্ছে।

SEZ এবং শিল্পের জন্য যথেচ্ছভাবে চাষ ও বসতজমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে, লক্ষ লক্ষ মানুষকে নির্বিচারে উচ্ছেদ করার বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড, মহারাষ্ট্র, পাঞ্জাবে গড়ে উঠেছে প্রতিরোধ। একই প্রতিরোধ লড়াইয়ে আজ শামিল ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত – রায়গড়, কলিঙ্গনগর, জগৎসিংহপুর, সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম। আসুন আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী সিঙ্গুর, নন্দীগ্রামের প্রতিবাদী প্রত্যয় নিয়েই জগৎসিংহপুরের এই প্রতিরোধের পাশে দাঁড়াই।

৫ই ফেব্রুয়ারি ২০০৮

আবেদনকারীদের পক্ষে

গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি (APDR)
ছাত্র-ছাত্রী সংহতি মঞ্চ
লিট্‌ল ম্যাগাজিন সমন্বয় মঞ্চ
লোক সেবা সংঘ
নন্দীগ্রাম গণহত্যা বিরোধী প্রচার উদ্যোগ
সহনাগরিকদের যুক্ত মঞ্চ
হকার সংগ্রাম কমিটি
TASAM
USDF
NAPM
সংহতি উদ্যোগ
পশ্চিমবঙ্গ খেতমজুর সমিতি
গণমুক্তি পরিষদ
জনসংঘর্ষ সমিতি
ওয়েস্ট বেঙ্গল গান্ধী পিস ফাউন্ডেশন
বন্দী মুক্তি কমিটি
ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (নবপর্যায়)
ন্যাশনাল ফিশারমেন ফেডারেশন

আকরিক লৌহ উত্তোলনের অনুমোদন দেবে। এই লিজ প্রথমে ৩০ বছরের জন্য এবং পরে কোম্পানি পুনরায় আবেদন করলে আরও ২০ বছর তা বজায় থাকবে। পস্কো তাদের দক্ষিণ কোরিয়ার স্টিল প্ল্যান্টের জন্য আরও ৪০০০ লক্ষ টন আকরিক লৌহ খোলা বাজার থেকে কিনে সরবরাহ করবে। এছাড়া আকরিক ক্রোম ও ম্যাঙ্গানিজের ব্যবস্থাও করা হবে।

- এরাসামা ব্লকের ধিনকিয়া, গড়কুজঙ্গ এবং নুয়াগাঁও গ্রাম-পঞ্চায়েতে ৪০০০ পরিবারের ২২০০০ মানুষের বাস। এই জমি পস্কোর হাতে চলে গেলে বাসস্থানের পাশাপাশি ধ্বংস হবে পানের বরজ, ধানচাষ, কাজু, সজিনা, নারকেল, কেওড়া, সুপারি এবং মৎস্যচাষ। খনিজ উত্তোলনের ফলে বিপন্ন হবে খণ্ডাধার পার্বত্য অঞ্চলের আদিবাসী সমাজজীবন।
- পস্কোর প্রাইভেট বন্দর নির্মাণ দেশের নিরাপত্তা বিপন্ন করবে।
- ১লা এপ্রিল ২০০৮ উড়িষ্যা সরকার সমস্ত আপত্তিকে অগ্রাহ্য করে পস্কো-প্রকল্প শুরু করাতে চাইছে।
- ভারত সরকার দেশের স্বার্থ বিরোধী এই প্রকল্পকে SEZ হিসাবে অনুমোদন দিয়েছে।

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ বুধবার দুপুর দেড়টায়

পস্কো-প্রকল্প প্রত্যাহার এবং প্রস্তাবিত অঞ্চলে দমন-পীড়ন বন্ধ করার দাবিতে কলেজ স্কোয়ার থেকে মিছিল করে উৎকল ভবনে উড়িষ্যা সরকারের কাছে স্মারকলিপি পেশ।

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৮ বুধবার বিকাল সাড়ে পাঁচটায়

ইন্ডিয়ান র‍্যাডিকাল হিউম্যানিস্ট অ্যাসোসিয়েশন সভাকক্ষে (কলেজ স্ট্রীট কফি হাউসের তিনতলায়) 'পস্কো এবং তার প্রতিরোধ' শীর্ষক আলোচনাসভা। আলোচক : পস্কো-প্রতিরোধ আন্দোলনের কর্মী বিশ্বজিত রায়।